

# ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক: শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

20327 - ইসলাম ত্যাগকারী মুর্তাদদের শাস্তি মৃত্যুদণ্ড কনে

প্রশ্ন

প্রশ্ন: আমি একজন অমুসলমি হওয়া সত্ত্বেও আপনাদের বিশ্বাসের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়ছি। কিন্তু এ বিষয়টি বুঝা কঠিন য়ে, এক ব্যক্তি একটা কথা বলল, আর সবে কথাটার কারণে তার বিরুদ্ধে মৃত্যু পরোয়ানা জারি করা হব- আমি সালমান রুশদরি কথা বুঝতে চাচ্ছি। আমি বিশ্বাস করি, আমরা যহেতে মানুষ তাই এ ধরনের কোন রায় প্রকাশ করার অধিকার আমাদের নাই। এ ধরনের বিষয়ে ফয়সালা আল্লাহই করবেন।

প্রিয় উত্তর

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য।

শুরুতেই আমরা আপনাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি- আমাদের প্রতি আস্থা রাখতে এ প্রশ্নটি আমাদের নিকট পাঠানোর জন্য, আমাদের বিশ্বাসের প্রতি আপনার অনুরক্ততার জন্য এবং প্রশ্নটির উত্তর জানার ব্যাপারে আপনার আগ্রহের জন্য। এ ওয়বে সাইটরে একজন অতিথি হিসেবে, পাঠক হিসেবে ও জ্ঞানপিসু হিসেবে আপনাকে শুভেচ্ছা ও স্বাগতম। সুপ্রিয় পাঠক, আমরা আপনার চর্চাতে লক্ষ্য করছি- আপনি য়ে, ইসলাম ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়ছেন সটে আপনি খোলাখুলভাবে ব্যক্ত করছেন। এটি আমাদের জন্য ও আপনার জন্য শুভসংবাদ। আমাদের জন্য এ বিবেচনা থেকে খুশি সংবাদ য়ে, আমাদের ধর্ম আপনার মত সত্যান্বযৌদরে কাছেরে পড়েছে। আমাদের নবী তে আমাদেরকে জানিয়ে গিয়েছিলেন- এই ধর্ম ভূপৃষ্ঠেরে সর্বস্বতরে পড়ে য়াবে। তামি আদ-দারি (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনছি য়ে, তিনি বলেন: রাত ও দিন যতদূর পড়েছে এ ধর্মও ততদূর পড়ে য়াবে। কোন পশমনর্মিত তাবু (শহুরে বাড়ী) অথবা মাটির ঘর (গ্রাম্য ঘর) কোনটাই বাদ থাকবে না; আল্লাহ তাআলা সর্বগূহে এই ধর্মকে প্রবশে করাবনে। সম্মানীর ঘরে সম্মানের সাথে, অসম্মানীর ঘরে অসম্মানের সাথে। য়ে সম্মানের মাধ্যমে আল্লাহ ইসলামকে গৌরবময় করবেন এবং য়ে অপমানের মাধ্যমে আল্লাহ কুফরকে অপমানিত করবেন। [মুসনাদে আহমাদ (১৬৩৪৪), সলিসলি সহহি গ্রন্থে আলবানী হাদিসটিকে সহহি আখ্যায়িত করছেন] এটি আপনার জন্য শুভকর এ দিক থেকে য়ে, এই ধর্মের প্রতি আপনার য়ে আগ্রহ এই আগ্রহ আপনাকে এই মহান ধর্ম সম্পর্কে আরো বেশি জানতে অনুপ্রাণিত করবে। য়ে- এই ধর্ম মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি ও সুস্থ বিবেক-বুদ্ধির সাথে সামঞ্জস্যশীল। তাই আমরা আপনাকে পরামর্শ দবি আপনি সব ধরনের প্রভাব মুক্ত হয়ে ধীরস্থিরভাবে ইসলাম সম্পর্কে অধ্যয়ন করবেন। আপনি এই ওয়বে সাইটরে (219) (21613) (20756) (10590) নং

# ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক: শাইখ মুহাম্মদ সালাহ

প্রশ্নোত্তরগুলো পড়তে পারেন। পক্ষান্তরে আপনার প্রশ্ন- “এই বিষয়টি বুঝা কঠিন য়ে, এক ব্যক্তি একটা কথা বলল, আর সে কথাটার কারণে তার বিরুদ্ধে মৃত্যু পরোয়ানা জারি করা হবে...।আমি বিশ্বাস করি, আমরা যহেতে মানুষ তাই এ ধরনের কোন রায় প্রকাশ করার অধিকার আমাদের নহে।”আপনার কথা সঠিক- কুরআন-হাদিসেরে দলিল ছাড়া কারো বিরুদ্ধে মৃত্যুদণ্ড ঘোষণা করার অধিকার কোন মানুষেরে নহে। য়ে কথার কারণে কারো বিরুদ্ধে মৃত্যুদণ্ড ঘোষণা করা হয় সটোকৈ মুসলিমি স্কলারগণ ‘রদিদা’ (ইসলাম-ত্যাগ) হিসেবে আখ্যায়তি করে থাকেনে। কখন ব্যক্তির ‘রদিদা’ সাব্যস্ত হয়? এবং মুরতাদ (ইসলাম ত্যাগকারী) ব্যক্তির বধিান কী? এক: রদিদা মান-ে ইসলাম গ্রহণ করার পর কুফরতি ফরিয়ে যাওয়া।

দুই: কখন ব্যক্তির ‘রদিদা’ সাব্যস্ত হয়?

যে বিষয়গুলোতে লিপ্ত হওয়ার পরপ্রিক্ষেতি কোন ব্যক্তির ‘রদিদা’ সাব্যস্ত হয়-তা চার প্রকার। ১. বিশ্বাসগতভাবে ইসলাম ত্যাগ করা। য়েমন- আল্লাহর সাথে শরিক তথা অংশীদার স্থাপন করা, অথবা আল্লাহকে অস্বীকার করা অথবা আল্লাহ তাআলার সাব্যস্ত কোন গুণকে অস্বীকার করা।

২. কোন কথা উচ্চারণ করার মাধ্যমে ইসলাম ত্যাগ। য়েমন- আল্লাহ তাআলাকে গালি দিয়ে অথবা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে গালি দিয়ে।

৩. কর্মের মাধ্যমে ধর্মত্যাগ। য়েমন-কোন নতেরা স্থানে কুরআন শরফি নক্ষিপে করা। এ কাজ আল্লাহর বাণীকে অবমূল্যায়নেরে নামান্তর। তাই এটি অন্তরে বিশ্বাস না থাকার আলামত। অনুরূপভাবে কোন প্রতমিকৈ অথবা সূর্যকৈ অথবা চন্দ্রকৈ সজিদা করা।

৪. কোন কর্ম বর্জন করার মাধ্যমে ইসলাম ত্যাগ। য়েমন- ইসলামেরে সকল অনুশাসনকৈ বর্জন করা এবং এর উপর আমল করা থকৈ সম্পূর্ণরূপে মুখ ফরিয়ে নয়ে।

তনি: মুরতাদেরে হুকুম কী?

যদি কোন মুসলিম মুরতাদ হয়ে যায় এবং মুরতাদেরে সকল শরত তার ক্ষতেরে প্রযোজ্য হয় (সুস্থ- মস্তসিক, বালগে, স্বাধীন ইচ্ছাক্তির অধিকারী হওয়া) তাহলে তার মৃত্যুদণ্ড ঘোষণা করা হবে এবং ইমাম তথা মুসলমানদেরে শাসক অথবা তাঁর প্রতিনিধি য়েমন বচিরক তাকে হত্যা করবে। তাকে গোসল করানো হবে না, তার জানাযা-নামায পড়ানো হবে না এবং তাকে মুসলমানদেরে গেরস্থানে দাফন করা হবে না।

# ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক: শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

মুর্তাদকে হত্যা করার দলিল হচ্ছ- নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণী “যে ব্যক্তি ধর্ম ত্যাগ করে তাকে হত্যা কর।” [সহিহ বুখারী (২৭৯৪)]। হাদিসে ধর্ম দ্বারা উদ্দেশ্য ইসলাম। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণী- “যে মুসলিম ব্যক্তি সাক্ষ্য দিয়ে যে, ‘আল্লাহ ছাড়া কোন উপাস্য নই এবং আমি আল্লাহর রাসূল’ নমিনকোত তনিটিকারণে কোন একটি ছাড়া তার রক্তপাত করা হারাম: হত্যার বদলে হত্যা, বিবাহিত ব্যভিচারী, দল থেকে বচ্ছিন্ন-ধর্মত্যাগী।” [সহিহ বুখারী (৬৮৭৮) সহিহ মুসলিম (১৬৭৬)]। দেখুন: মাওসুআ ফকিহিয়া (ফকিহ বিশ্বকোষ), খণ্ড-২২, পৃষ্ঠা- ১৮০ প্রয়ি প্রশ্নকারী, এর মাধ্যমে আপনার কাছে স্পষ্ট হয়ে গলে যে, মুর্তাদকে হত্যা করার বিষয়টি আল্লাহর আদেশেই সংঘটিত হয়ে থাকে। যহেতে আল্লাহ আমাদেরকে তাঁর রাসূলের আনুগত্য করার নরিদশে দিয়েছেন। “তোমরা আল্লাহর আনুগত্য কর, তাঁর রাসূলের আনুগত্য কর এবং তোমাদের মধ্যে যারা কর্তৃত্বশীল তাদের আনুগত্য কর” রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুর্তাদকে হত্যা করার নরিদশে দিয়েছেন। যমেনটি ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে- “যে ব্যক্তি তার ধর্ম পরবির্তন করেছে তাকে হত্যা কর।” এ মাসয়ালার প্রতি সিন্তুষ্ট হতে আপনার হয়তো কিছু সময় লাগতে পারে, কিছু চিন্তাভাবনার প্রয়োজন হতে পারে। আপনি এ দিকটি একটু ভবে দেখেনে তো, একজন মানুষ সত্যকে অনুসরণ করল, সত্যপথে প্রবশে করল এবং আল্লাহ তার উপর যে ধর্ম গ্রহণ করা আবশ্যিক (ফরয) করে দিয়েছেন একমাত্র সত্য় ধর্ম গ্রহণ করল। এরপর আমরা তাকে এই অবকাশ দবি যে, সে যখন ইচ্ছা অতি সহজে এই ধর্ম ত্যাগ করে চলে যাবে এবং কুফরী কথা উচ্চারণ করবে -যে কথা ব্যক্তকি ইসলাম থেকে বহিস্কার করে দেয়- এভাবে সে আল্লাহ, তাঁর রাসূল, তাঁর কতিব, তাঁর ধর্মকে অস্বীকার করবে কনিতু কোন শাস্তরি সম্মুখীন হবে না। এই যদি হয় তাহলে তার নজিরে উপর এবং অন্য যারা এই ধর্মে প্রবশে করতে চায় তাদের উপর এর প্রভাব কমন হবে? আপনার কমিনে হয় না, এ রকম সুযোগ দলি এই মহান ধর্ম -যা গ্রহণ করা অনবির্য়- একটি উন্মুক্ত দোকানে পরণিত হবে। যে যখন ইচ্ছা এতে প্রবশে করবে এবং যখন ইচ্ছা বরে হয়ে যাবে। হতে পারে সে অন্যকও ইসলাম ত্যাগে অনুপ্রাণতি করবে। তাছাড়া এই ব্যক্তি তো এমন কটে নয় যে সত্যকে জানেনি, ধর্মকর্ম, ইবাদত-বন্দগে কিছুই করেনি। বরঞ্চ এই ব্যক্তি সত্যকে জেনেছে, ধর্মকর্ম করেছে, ইবাদত-অনুষ্ঠান আদায় করেছে। সুতরাং সে যতটুকু শাস্তি প্রাপ্য এটি তার চয়ে বশেনিয়। এ ধরনের শাস্তি শুধু এমন এক ব্যক্তরি জন্য রাখা হয়েছে যে ব্যক্তরি জীবনের কোন মূল্য নই। কারণ সে ব্যক্তি সত্যকে জেনেছে, ইসলামের অনুসরণ করেছে এরপর তা ছড়ে দিয়েছে। অতএব এ ব্যক্তরি আত্মার চয়ে মন্দ কোন আত্মা আছে কি? সারকথা হচ্ছ- আল্লাহ তাআলা এই ধর্ম নাযলি করেছেন এবং তিনি এই ধর্ম গ্রহণ করা অপরহির্য় করেছেন এবং তিনি ইসলাম গ্রহণ করার পর ইসলাম ত্যাগকারীর শাস্তি মৃত্যুদণ্ড ঘোষণা করেছেন। এই শাস্তি মুসলমানদের চিন্তাপ্রসূত নয়, পরামর্শভিত্তিক নয়, ইজতহাদনির্ভর নয়। বিষয়টি যহেতে এমনি তাই আমরা যাঁকে রব্ব হিসেবে, ইলাহ হিসেবে মনে নিয়েছি তাঁর হুকুমের অনুসরণ করতই হবে। আল্লাহ আমাদেরকে ও আপনাকে তাঁর পছন্দীয় ও সন্তোষজনক আমল করার তাওফিক দনি। আমরা পুনরায় আপনার ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

# ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ  
মহাপরিচালক:শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

যে ব্যক্তি হৃদয়েতে গ্রহণ করেছে তাঁর প্রতিশান্তি বর্ষতি হোক।